সমকাল

19 NOV 2017
তারিখ
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসির ফরম পূরণে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ

■ **বাজিতপুর (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি**

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিক্ষা বোর্ডের নির্ধারিত ফির চেয়ে অনেক স্কুল দু-তিন গুণ, এমনকি চার-পাঁচ গুণ টাকা আদায় করছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বোর্ড ফি, কেন্দ্র ফির সঙ্গে সেশন ফি, কোচিং ফি ও বেতন মিলিয়ে পাঁচ হাজার থেকে আট হাজার পর্যন্ত আদায় করছে। ফির বিপরীতে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই শিক্ষার্থীদের রশিদ সরবরাহ করছে না। এ নিয়ে অভিভাবকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অনেকে অতিরিক্ত জামানতের জন্য সুদে টাকা এনে ছেলেমেয়েদের ফরম ফিলাপ করাচ্ছেন। অতিরিক্ত ফি আদায়কারী স্কুলগুলো হচ্ছে শহরের স্বনামধন্য আফতাবউদ্দিন স্কুল অ্যান্ড কলেজ চার হাজার ৭৯০ থেকে ছয় হাজার টাকা, বেগম রহিমা বালিকা বিদ্যালয় চার হাজার ২০০ থেকে পাঁচ হাজার ৭০০, হাফেজ আ. রাজ্জাক পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয় চার হাজার ১০০ থেকে নয় হাজার ১০০, রাজ্জাকুন্নেছা স্কুল অ্যান্ড কলেজ তিন হাজার ৮৫০ থেকে তিন হাজার ৯৫০, আবদুল করিম উচ্চ বিদ্যালয় তিন হাজার ৫০০ থেকে আট হাজার, মফিজুর রহমান রোকন উচ্চ বিদ্যালয় তিন হাজার ২০০ থেকে ১০ হাজার, শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয় চার হাজার থেকে ছয় হাজার টাকা নিচ্ছে। হালিমপুর উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঠিকই বোর্ড নির্ধারিত ফি নিয়েই ফরম পূরণ করছে। অথচ এবার এসএসসি ফরম পূরণে এক হাজার ৫৭৫ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে বোর্ড।

বাজিতপুর

হাফেজ আবদুর রাজ্জাক দুই বিষয়ে অকৃতকার্যদের কাছ থেকে তিন হাজার ও তিন বিষয়ে অকৃতকার্যদের কাছ থেকে নিয়েছে পাঁচ হাজার টাকা। মফিজুর রহমান রোকন উচ্চ বিদ্যালয়ের অকৃতকার্যদের কাছ থেকে অতিরিক্ত আট হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, ছাত্রছাত্রীদের বলা হয়েছে, পরীক্ষায় পাস করলে টাকা ফেরত দেওয়া হবে। এসব টাকা জামানত হিসেবে নেওয়া হয়েছে। মফিজুর রহমান রোকন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছয় ছাত্রের কাছ থেকে নেওয়া ১০ হাজার টাকার মধ্যে সাড়ে ছয় হাজার ফেরত দেওয়া হয়েছে। বেগম রহিমা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম বলেন, বোর্ডের নির্ধারণ করে দেওয়া টাকাই রাখা হয়েছে। অতিরিক্ত টাকা রাখা হয়নি। আবদুল করিম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল কাইয়ুম অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তাদের স্কুলের অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ক্যাম্প করে পড়াশোনা করানো হচ্ছে।

মফিজুর রহমান রোকন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নূর আলম সিদ্দিকী বলেন, অতিরিক্ত টাকা আদায়ের কথা জানা নেই। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আফতাবউদ্দিন স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক মশিউর রহমান অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বেতনসহ চার হাজার ৭৯০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। হাফেজ আবদুর রাজ্জাক মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. শরীফুল ইসলাম জানান, ছাত্রদের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্যই অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে। এটি একটি কৌশল। তবে পাস করে ফেললে এ টাকা ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে। হাফেজ আবদুর রাজ্জাক মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের মোট ৯৩ ছাত্রের কাছ থেকে জামানত হিসেবে মোট তিন লাখ ৫৯ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. শাহজাহান সিরাজ বলেন, অতিরিক্ত টাকা আদায়ের কোনো সুযোগ নেই। কোন স্কুল কত টাকা নিচ্ছে তার খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।